বিভক্তির সাতকাহন-১

ভজন সরকার

টরেন্টো কানাডার একটি প্রদেশের রাজধানী হলেও দেশের বৃহত্তম শহর আকার ও জনবসতিতে । স্বভাবতই অভিবাসীদের প্রথম পছন্দের শহর এটা । একদিকে যেমন বহুভাষাভাষী মানুষের বাস ,অন্যদিকে অযুত কর্মসংস্থানের ও উপায় আছে এখানে । কিছু কিছু এলাকায় অভিবাসী মানুষের পদচারনা এমনই যে, ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভুলে যেতে হয় বিদেশের কথা । ড্যানফোর্থ-ভিক্টোরিয়া পার্ক বাংলাদেশী বাংগালী অধ্যুষিত এমনই একটি এলাকা । পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি সুউচ্চ অট্টালিকার অধিকাংশ বাসিন্দাই বাংলাদেশের । আর ড্যানফোর্থ-ভিক্টোরিয়া পার্ক মোড় থেকে ড্যানফোর্থ ধরে মেইন স্ট্রিট পর্যন্ত প্রায় এক-কিলোমিটার রাস্তার দু'পাশ জুড়ে যেনো আর একটি বাংলাদেশ । দলাদলি,গলাগলি , গালাগালি-বাংগালী সংস্কৃতির অপরিহার্য (?) এ তিনটি উপাদানের মধুর সহাবস্থান এখানে ।

একবিংশ শতকের প্রথম বছরের এক স্নিগ্ধ বিকেলে টরেন্টোর " পিয়ারসন বিমান বন্দর " থেকে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ভিক্টোরিয়া পার্ক-এ এসে নামলাম । ঢাউস আকৃতির চারটি ল্যাগেজ বিশালাকায় এক কালো ট্যাক্সিচালক নামিয়ে দিলো সুউচ্চ এক অট্টালিকার সামনে । দুদিনের যাত্রার ধকল শরীর আর সইছিলো না । আক্ষরিক অর্থেই হিমশিম খাচ্ছিলাম আমরা ল্যাগেজ গুলো নিয়ে । তাবলিক-জামাতের প্রায় দশ-বারো জনের একটি সারিবদ্ধ দল আমাদের এদিকেই আসছিলো । সংগে থাকা আমার স্ত্রী বলে উঠলো," দেখ,এ যেনো বাংলাদেশ "। তাবলিক- জামাতের দলটির সাথে চোখাচোখি হতেই ভাষা বিনিময় হলো খাঁটি ও অকৃত্রিম বাংলা ভাষায় । বিভুঁই- বিদেশে মাতৃভাষা- ভাষী পাওয়ার যে সুখকর অনুভুতি-সেটা প্রথম বুঝলাম সেদিন ।

আমাদের ল্যাগেজ গুলো নিয়ে অসহায়ত্ব দেখে কয়েকজন এগিয়ে আসলেন সাহায্যের জন্য । আমি থাক থাক করেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেনো । কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার । একটি ল্যাগেজ ভেতরে ঢুকানোর পর ল্যাগেজের গায়ে সাটা আমার নামের উপর চোখ পড়ল একজনের । মুহূর্তেই সবার নজরে এলো বিষয়টি । অন্য ল্যাগেজগুলোতে যারা হাত লাগিয়ে ছিলেন ,তারা সেখানেই রেখে দিলেন সেসব । এবং অপ্রতিভ আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম তাবলিক- জামাতের দলটি অযাচিত সাহায্যের পরিবর্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো । অপারগতার ন্যুনতম সৌজন্য বোধটুকুও দেখালেন না । বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে (তা আমি ধর্ম বিশ্বাসী হই আর না হই) এধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্থ আমি । কিন্তু কানাডায় এসেও অসুস্থ এ বিভাজনের সন্মুখীন হবো তা ভাবতে পারিনি তখনো ।

বিশ্বাসে ও চিন্তা-চেতনায় অসম্প্রদায়িকতাকে লালন করেছি সারাজীবন , রাজনৈতিক ,পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেও বেড়ে উঠেছি ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বেই । মুসলিম ও হিন্দু জাগরনের অসুস্থ প্রতিযোগীতা যখন গোটা উপমহাদেশকে কলঙ্কিত করছে, অভিবাসী হয়ে ভাবছিলাম -যা বাবা, বাঁচলাম বড়জোর । কিন্তু তখনও ভাবিনি বিভাজনের সাত কাহন শুরু হলো নতুন

আংগিকে- সম্পুর্ন নতুন বাস্তবতায় ।

অভিবাসনের এক মাসের মধ্যে হঠাৎ ফোন পেলাম বাংলাদেশের সুপরিচিত নেতা সাম্যবাদী দলের দিলীপ বড়ুয়ার । ঢাকা থেকে কবি বন্ধু সুনীল শীল আমার ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন টরেন্টোতে এলে । দিলীপদা বললেন, “ আজকে রাতে কালী পূজোয় এসো, দেখা হবে ” । আকাশ থেকে পড়লাম । দিলীপ বড়ুয়া কালী পূজোয় ? রসিকতা করে বললাম,“ দাদা, এতদিন জানতেম নেতারা বিদেশে আসে চিকিৎসা আর ফান্ড -সংগ্রহের জন্য, কবে থেকে আবার শক্তির আরাধনা শুরু হলো ?”। দাদা রসিকতা বুঝলেন। বললেন, “ আরে না, না। প্রবাসে সমাজ ব্যবস্থা অনেকটা মসজিদ-মন্দির আর ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিত্তিক । তাই হিন্দুবন্ধুদের সাথে দেখা করতেই কালী পুজো ” ।

(ক্রমশ)

ভজন সরকার : কানাডা প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার ও লেখক ।
sarkerbk@yahoo.com